34

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 14 MAR 1992
পৃষ্ঠা 7 কলাম 8

মুজিববাদী ছাত্রলীগের বিবদমান দু'গ্রুপের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধ

ক্যাম্পাস আবারো রক্তে রঞ্জিত ছাত্র ইউনিয়ন সদস্য নিহত

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুজিববাদী ছাত্র লীগের বিবদমান দু'গ্রুপের মধ্যে গত ক'দি[illegible] অব্যাহত বন্দুক যুদ্ধের কারণে আবারো ক্যাম্পাস রক্তে রঞ্জিত হলো। গতকাল সন্ধ্যায় দু'গ্রু[illegible] মধ্যে গুলী বর্ষণের সময় ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মইন হোসেন রাজু (২৩) নিহত হয়। হত্যাকাণ্ডের পর গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করে। মিছিল ক্যাম্পাস থেকে জাতীয় প্রেসক্লাবে আসার পথে প্রায় ডজনখানেক গাড়ী ভাঙচুর করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সকাল ১১টার দিকে কলা ভবনের সামনে মুজিববাদী ছাত্র লীগের ফার্স্ট এণ্ড সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ডের কয়েকজন ছাত্র শিবির কর্মী নাসির হোসেনকে প্রহার করে। এই ঘটনার পর থার্ড ওয়ার্ল্ড গ্রুপের সাথে অপর গ্রুপের গুলী বিনিময় হয়। এ-সময় পুলিশ ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে পর পর ৭ রাউন্ড গ্যাস সেল নিক্ষেপ করে। নাসির প্রহৃত হওয়ার জের সারাদিন ধরে চলতে থাকে। বিকেল সাড়ে ৫টায় ছাত্র লীগের দু'গ্রুপের মধ্যে গুলী বিনিময় শুরু হয়। টিএসসি এলাকা ও কলা ভবনের দিক থেকে গুলী বর্ষণ হওয়ার সময় গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য সন্ত্রাস ও গুলী বর্ষণের প্রতিবাদে মিছিল বের করে। মিছিলটি ডাস-এর পশ্চিম পাশে পৌছামাত্র রাজুর মাথায় গুলীবিদ্ধ হয়। সাথে সাথে সে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে। মিছিলকারী অন্যান্য ছাত্ররা তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় রাজু মারা যায়। পুলিশ জানায়, রাজু গুলীবিদ্ধ হওয়ার পরও ক্যাম্পাসে গুলী বর্ষণ অব্যাহত থাকে। সন্ধ্যা ৭টার পর গুলীর শব্দ থেমে পড়ে। রাজু গুলীবিদ্ধ হওয়ার পর পরই একটি গ্রুপ মহসীন হল এবং অপর গ্রুপ জহুরুল হক হলে প্রবেশ করে গুলী বর্ষণ করতে থাকে। গুলী বর্ষণ চলাকালে পুলিশ টিএসসি এলাকায় কয়েক রাউন্ড গ্যাস সেল নিক্ষেপ করে। গ্যাস সেল নিক্ষেপ ও শেষ পৃঃ ৮-এর কঃ দেখুন

গতকাল মুজিববাদী ছাত্র লীগের দু'গ্রুপের মধ্যে গুলী বর্ষণের সময় ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী মইন হোসেন রাজু নিহত হয়

ক্যাম্পাস রক্তে রঞ্জিত

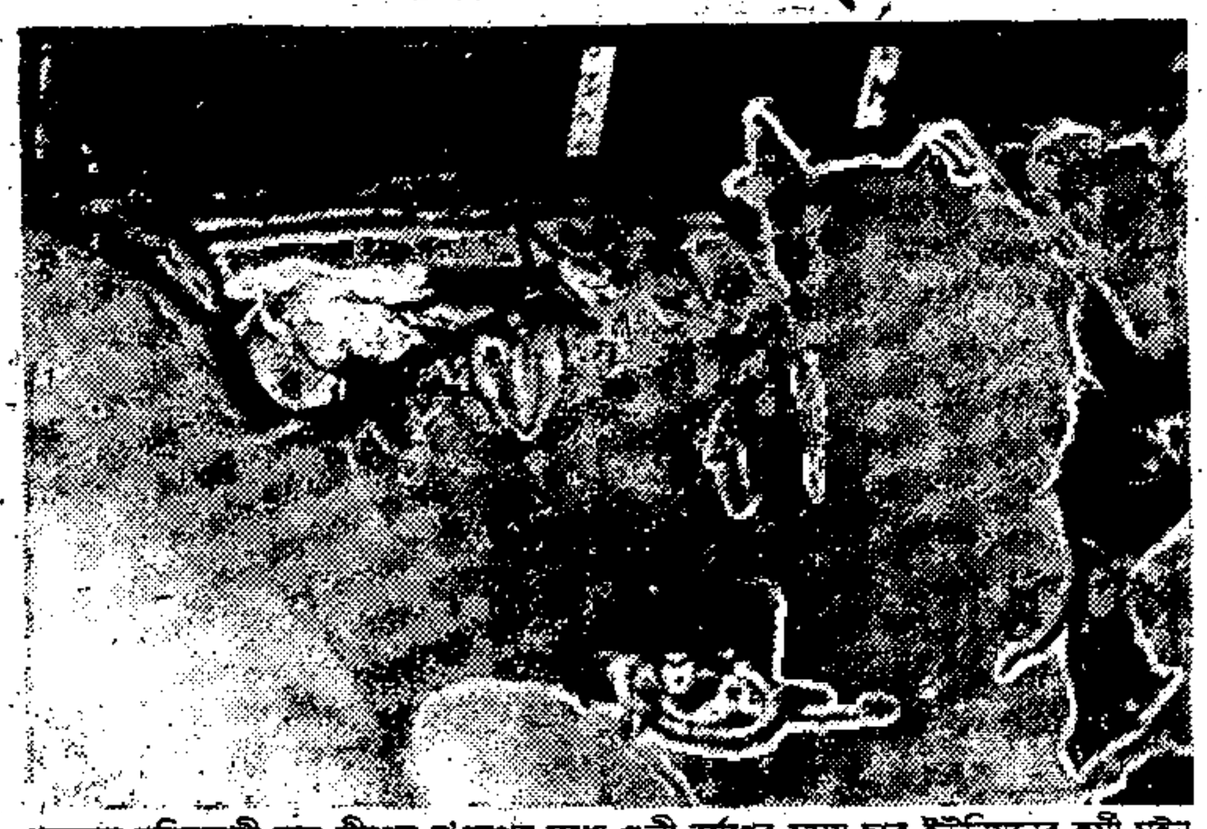

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গুলী বর্ষণের সময় ছাত্ররা ছুটোছুটি করতে গিয়ে কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়। এদিকে হাসপাতালে রাজু মারা যাওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়লে গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য রাত পৌনে ৮টায় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। এ সময় পুলিশ ক্যাম্পাসে যা[illegible]বাহন চলাচল বন্ধ করে দেয়। মিছিল চ[illegible]কালে বাংলা একাডেমী, চানখারপুল ও হাই কোর্ট ভবনের সামনের রাস্তায় ৮টি যানবাহন ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়।

মেডিকেল রিপোর্টার জানান, নিহত রাজু মৃত্তিকা বিজ্ঞান (অনার্স)-এর ছাত্র ছিল। সে শহীদুল্লা হলের ১২২ নম্বর-কক্ষে থাকত। গ্রামের বাড়ী বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জে। বাবার নাম মোয়াজ্জেম হোসেন। ঢাকায় বাসা শ্যামলী ২ নম্বর সড়কের ১১/খ। রাজু ৩ ভাই ও ১ বোনের মধ্যে দ্বিতীয়।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক নূরুল ইসলাম নাহিদ, প্রেসিডিয়ামের সদস্য ডাঃ ওয়াজেদুল ইসলাম খান ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিহত রাজুকে দেখতে যান। নেতৃবৃন্দ এক যুক্ত বিবৃতিতে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান।

ডাকসু

ডাকসু জিএস খায়রুল কবির খোকন ও এজিএস নাজিম উদ্দিন আলম এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, ছাত্র লীগের (শা-অ) দীর্ঘদিনের আভ্যন্তরীণ কোন্দলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সন্ত্রাসের লীলাভূমিতে পরিণত হয়েছে। তাদের বন্দুক যুদ্ধের কারণে রাজু অকালে প্রাণ হারিয়েছে। নেতৃবৃন্দ রাজু হত্যাকারীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়ার আহবান জানান।

জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, ছাত্র দল কেন্দ্রীয় সংসদ, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন পৃথক পৃথক বিবৃতিতে রাজু হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। নেতৃবৃন্দ খুনীদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবী জানান।